মুখবন্ধ

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। বিগত দশকে প্রতিবছর গড়ে ৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, সামাজিক খাতের উন্নয়নও যুগপৎভাবে প্রবৃদ্ধির সহগামী ছিল। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে, বিশেষতঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ১৬টি দেশের একটি যেখানে শিশুমৃত্যু এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের নিট ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে।

এ অগ্রগতির যাত্রাপথে আমরা শিশুদের কল্যাণে দৃষ্টি দিয়েছি, কেননা তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান জনসংখ্যার বিপুল অংশ শিশু। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মননশীলতার বিকাশে সর্বোচ্চ যত্ন না নেয়া গেলে আমাদের সামগ্রিক কর্মপ্রয়াসের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন দুরূহ হবে। সে বিবেচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে লিঙ্গসমতা আনয়ন, ৫ বছরের নিচের শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার মত কাজে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ প্রয়োজন। এ বাস্তবতার আলোকে আমি বরাবরই শিশুদের কল্যাণে জাতীয় বাজেটে আমাদের গৃহীত ব্যবস্থার চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরতে আগ্রহী ছিলাম।

অনেকে যুক্তি দেখান যে, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের আন্তঃখাত অগ্রাধিকার এবং সরকারের বাইরের বিভিন্নমুখী দাবির ডামাডোলে শিশুদের বাস্তব চাহিদার বিষয়গুলো অশ্রুত থেকে যাচ্ছে। কিন্তু অমি বলতে চাই আমাদের ক্ষেত্রে কথাটি সত্য নয়-কেননা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে আমরা রাজনৈতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী শিশুদের জীবনে কার্যকর শুভ-পরিবর্তন আনয়নে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

আমি আনন্দিত যে, আমার গত বছরের বাজেট বক্তৃতার সূত্র ধরে এবং আমাদের সরকারের প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় ৫টি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে প্রথমবারের মত **'শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা'** শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারছি। যদিও এটি একটি সূচনা মাত্র, আমি বিশ্বাস করি এ প্রতিবেদন আমাদের ভবিষ্যতের উন্নততর কর্মপ্রয়াসের ভিত্তি রচনা করবে।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এটা শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র কোন বাজেট নয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি কাঠামো, যা শিশুদের আর্থ-সামাজিক অধিকার বাস্তবায়নে সরকারি ব্যয়/বিনিয়োগের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তিকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করবে; যার ফলে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আমি আশা করি এ প্রতিবেদনটি শিশুদের মঙ্গল ও বিকাশে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের ভাবনাকে ঋদ্ধ করবে এবং শিশুদের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। আমি **'শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা'** প্রতিবেদন প্রণয়নে সম্পৃক্ত অর্থ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহের সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা

বিগত দশকে বিশ্বব্যাপী শিশুদের কল্যাণে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত করেছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ নানা খাতে অগ্রগতির মধ্য দিয়ে বিশ্ব আজ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (MDG) অর্জনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশে আমরা যতই এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমার প্রান্তে চলে এসেছি-ততই এর সাফল্য, ব্যর্থতা, অভিজ্ঞতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ শিশু শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে সাথে শিশু মৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সুখের বিষয়, বিভিন্ন সামাজিক নির্দেশকের বিচারে বাংলাদেশ অধিকাংশ নিম্ন-আয়ের দেশ এবং কতিপয় মধ্য-আয়ের দেশকে অতিক্রম করে গেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। শিশু আইন ২০১৩, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিশুশ্রম দূরীকরণ নীতি ২০১০ এবং এ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১২-১৬ প্রণয়ন প্রমাণ করে যে, আমরা সত্যিকার অর্থে দেশের প্রত্যেক শিশুর উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শিশু বান্ধব করার প্রয়াস থেকেই 'শিশু বাজেট'-এর ধারণা উদ্ভুত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান ও বিদ্যমান অনেক আইনে শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রথম বারের মত **'শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা'** শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি, যে বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিগত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিলেন। প্রতিবেদনটি শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

আমি **'শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা'** প্রতিবেদন প্রণয়নে সম্পৃক্ত অর্থ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহের সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সে সাথে প্রত্যাশা করছি যে, আগামীতে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(মাহবুব আহমেদ)
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

ভূমিকা

বাজেট হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সরকারের আর্থিক সম্পদ আহরণ, ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, বরাদ্দ প্রদান, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং এসবের মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাজেট হচ্ছে সরকারের মূল নীতি-নির্ধারণী দলিল যার মাধ্যমে সরকার কোন উৎস হতে কি পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করবে এবং কোন কোন খাতে সংগৃহিত সম্পদ ব্যয় হবে তা নির্ধারিত হয়। সে অর্থে বাজেট শিশুদের অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অন্য কথায় বলা যায়, বাজেট হলো একটি আর্থিক দলিল যার মাধ্যমে একটি দেশের সম্পূর্ণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। সম্পদ সর্বক্ষেত্রে সবসময়ই সীমিত। সুতরাং একটি আদর্শ অর্থনীতিতে এ সীমিত সম্পদের বন্টন এমনভাবে নিশ্চিত করা হয় যাতে করে এর প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে। বাজেট সরকারের সকল কর্মকান্ডের বরাদ্দ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের রূপরেখা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জনসম্মুখে তুলে ধরে। বাজেট প্রক্রিয়া একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে বিধায় বাজেটকে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই, সরকারের এ দলিল সম্পর্কে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে শিশুরা কিভাবে উপকৃত হবে সে বিষয়ে জনগণকে অভহিত রাখার বহুবিধ সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

উন্নয়নশীল দেশসহ নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে বাজেট আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা, এসব দেশে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদার অনেক অংশই অপূর্ণ রয়ে যায়। এসব দেশে সাধারণত বেশিরভাগ পরিবারের আয় প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য ও অনিশ্চিত হওয়ার কারণে অনেক পরিবারই তাদের সন্তানদের কল্যাণে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে পারে না। ফলে শিশুদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়। তাই উন্নয়নশীল ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে শিশুদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের আরো জোরালো ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

ভোটাধিকার না থাকলেও শিশুরা সমানভাবে দেশের নাগরিক ও ভবিষ্যত প্রজন্ম। ফলে বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন একটি দেশের সম্পদ বন্টনের পরিকল্পনা করা হয়, সেখানে শিশুদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সমান গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তবে, সার্বিকভাবে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট এখনো একটি নতুন ধারণা এবং বাংলাদেশের জন্য এটি সম্পূর্ণ নতুন। সরকার শিশুদের কল্যাণ সাধনের জন্য কি কি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং এ সকল কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের জন্য প্রবাহিত সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে জনগণকে ধারণা দেয়ার জন্য এই পৃথক প্রতিবেদনটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতিচ্ছবি হচ্ছে এ প্রতিবেদন। বাজেটে পদ্ধতিগতভাবে শিশুদের প্রতি মনোযোগ নিশ্চিত করার বিষয়ে এ প্রতিবেদনে যে সকল তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে তার দ্বারা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রচেষ্টার সার্থকতাও স্পষ্ট হবে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে শিশু ও তাদের পিতা-মাতা, রাজনীতিক, নীতি নির্ধারক, সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, আইনজীবী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও), আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সাধারণ জনগণ,

যারাই শিশুদের প্রতি মনযোগী এবং শিশু অধিকার রক্ষায় সোচ্চার, সবাই সরকারের শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে পারবে।

শিশুদের জন্য বাজেটঃ প্রয়োজনীয়তা ও প্রেক্ষিত

এ প্রতিবেদনে "শিশুদের জন্য বাজেট" দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, শুরুতেই তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য বাজেট বলতে শিশুদের জন্য একটি পৃথক বাজেট প্রণয়ন করাকে বুঝায় না। বরং সরকারের সামগ্রিক বাজেটে শিশুদের চাহিদা কি পরিমাণে মেটানো সম্ভব হবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। শিশু কল্যাণে অগ্রগতির ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি মূল্যায়নের জন্য যে সকল মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে তা হলোঃ

- *শিশুরা উপকৃত হয় এমন কর্মসূচিতে সরকার সামগ্রিকভাবে কি পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ দিচ্ছে?*
- *বরাদ্দকৃত এ সম্পদ কি পর্যাপ্ত/যথেষ্ট?*
- *এ সম্পদ কি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে?*
- *কার্যক্রমসমূহ কি বাস্তবানুগভাবে শিশুদের প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করে?*

সাধারণত শিশুদের জন্য বাজেট এমন একটি ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যা শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিবে; যেখানে শিশু-বান্ধব সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হবে; যেখানে বাজেটে সম্পদ বরাদ্দের তথ্য শিশুদের পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকবে ও তা প্রতিশ্রুত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। একইসাথে এ ব্যবস্থা সরকারের বাজেট বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী এবং ফলপ্রসূভাবে শিশুদের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় নিম্নলিখিত কারণে শিশুদের জন্য বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে মনযোগ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছেঃ

- *বিশ্বে ইতোমধ্যে শিশুদের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তথাপি এখনো বহু শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না এবং প্রাথমিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে;*
- *মূলত শিশু-অধিকার রক্ষা এবং নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসকল কার্যক্রমের জন্য বাজেটে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের কল্যাণ সাধন এবং তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নকে সরাসরি প্রভাবিত করা যায়;*
- *শিশুদের কল্যাণ এবং অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রচলিত রীতি ও আচার শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। আর এর মাধ্যমে শিশুদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ করে তাদের সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে প্রভাবিত করা যায়;*

❖ *শিশুদের জন্য বাজেট বরাদ্দের গতিধারা শিশু-অধিকার রক্ষায় সরকারের প্রতিশ্রুতির মাত্রা নির্দেশ করে।*

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ধারাবাহিকভাবে সামাজিক খাতে বরাদ্দ এবং মৌলিক সামাজিক সেবাকে প্রধান্য দেয়া হলে এর মাধ্যমে শিশুরাই বেশীমাত্রায় উপকৃত হয়। UNICEF- কর্তৃক প্রকাশিত 'Committing to Child Survival: A Promise Renewed-Progress Report, 2014' শীর্ষক প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য খাতের পাশাপাশি স্বাস্থ্য-বহির্ভূত খাত যেমনঃ শিক্ষা, অবকাঠামো, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন এবং আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক খাতে উপযুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে ৫-বছরের নিচে শিশুর মৃত্যুর হার দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব।

এছাড়া, শিশুদের কল্যাণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য একাধিক অর্থনৈতিক কারণ সর্বব্যাপী স্বীকৃত। শিশুদের কল্যাণে বর্তমান সময়ে ব্যয়িত অর্থ বা বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে যা অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতামূলক উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে নেয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিশুদের কল্যাণে যত কম বয়স থেকে বিনিয়োগ করা হয়, দীর্ঘমেয়াদে সে বিনিয়োগের রিটার্ন তত বেশি পাওয়া যায়[১]। নিচের চিত্রে বিষয়টি পরিস্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

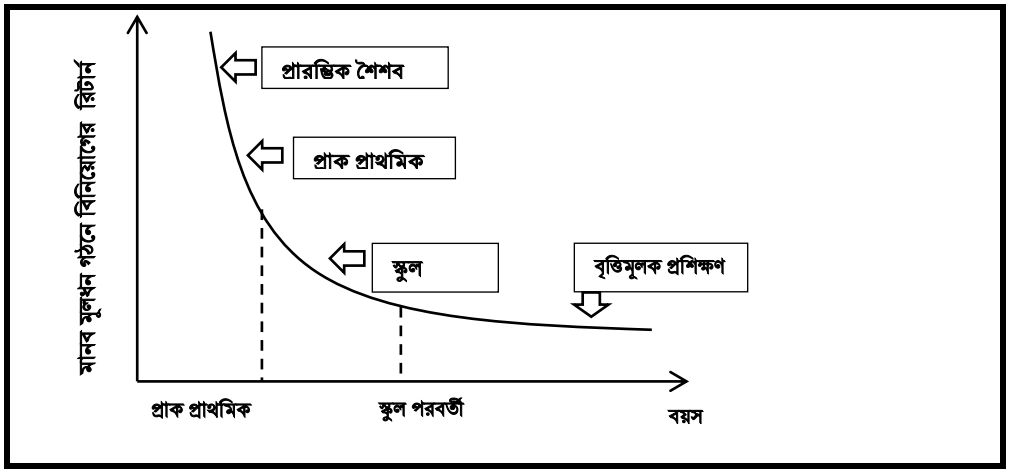

মানব মূলধন গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন। শিশুদের প্রারম্ভিক যত্নে বিনিয়োগের 'Social Return' বেশী হওয়ায় তা দারিদ্র্য বৈষম্য হ্রাসে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। প্রারম্ভিক বয়সে শিশুর অবস্থা পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য, আচরণ ও শিক্ষা পরবর্তী সারাজীবনের উপর প্রভাব ফেলে। অধিকন্ত, মা-দের ও মেয়েদের অর্থাৎ যারা আগামী দিনের মা তাদের জন্য বিনিয়োগও শিশু কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যুর হার অর্ধেকে নেমে আসে যদি মা'দের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের অবস্থান এক বছর বাড়লে শিশু মৃত্যু শতকরা

[১] Heckman J. and Masterov, D. (2007); 'The Productivity Argument for Investing in Young Children'; URL: http://jenni.uchicago.edu/Invest/

আট শতাংশ কমে। শিক্ষিত মায়েরা শিশুদের টিকা দেয়া, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করাসহ পুষ্টি চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সন্তান ধারণের মধ্যবর্তী সময় দীর্ঘায়িত করে থাকে।

শিশু বাজেটঃ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় বাজেটে শিশুদের কল্যাণের জন্য কি পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ করা হয় শিশু বাজেট থেকে সে সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। এটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং বহুমাত্রিকভাবে বাজেট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের একটি মাধ্যম। শিশু সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের জন্য একটি নির্দেশক হিসেবে কাজ করে যার ভিত্তিতে তাঁরা এ বিষয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারেন। পৃথিবীর সকল দেশই বিদ্যমান বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শিশুদের জন্য কম-বেশী বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করে থাকে, এক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে অনুসরণযোগ্য কোন পন্থা নেই।

বিশ্বের কয়েকটি দেশের শিশু বাজেট প্রণয়নের অভিজ্ঞতা এ পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় Institute for Democracy in Africa (IDASA)'র আওতায় ১৯৯৫ সালে গঠিত 'Children Budget Unit' শিশুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুদের জন্য কাঙ্খিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এ ইউনিট বাৎসরিক বাজেট পর্যালোচনা করে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করে। 'Children Budget Unit' এর কার্যক্রম (বক্স-১) ভারতসহ নানাদেশে সমাদৃত ও অনুসৃত হচ্ছে।

বক্স-১: দক্ষিণ আফ্রিকায় শিশু বাজেট

বিশ্বের যেসকল দেশে ইতোমধ্যে শিশু বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের মধ্যে অন্যতম। দক্ষিণ আফ্রিকার Institute for Democracy in Africa (IDASA) এর আওতায় ১৯৯৫ সালে 'Children Budget Unit (CBU)' গঠিত হয়। CBU শিশুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে এ দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে। এ দেশে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও Medical Term Expenditure Framework (MTEF) এ তিনটি সূত্র হতে শিশু বাজেটের তথ্য পাওয়া যায়। CBU চারটি বিশেষ সেক্টর: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়ন ও বিচারকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে শিশু বাজেট বিশেষ ভূমিকা রাখে। সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন প্রক্রিয়ায় সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং শিশুদের অংশ গ্রহণ এ প্রক্রিয়ায় একটি ইতিবাচক দিক। বাজেট প্রণয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার 'Children Budget Unit' এর অভিজ্ঞতা ভারতসহ নানাদেশে সমাদৃত ও অনুসৃত হচ্ছে।

ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৯৪ সালে সেখানে ''Advocacy Center for Children and Adolescents (CEDECA-CEARA')" নামক একটি সংগঠন ফরটিলিজা শহরের বাজেট পরিবীক্ষণের প্রথম উদ্যোগ নেয়। এ সংগঠনটি জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বাজেটে সম্পদ কিভাবে বণ্টন ও ব্যাবহার করা হয় ও এতে শিশুদের অধিকারে প্রতিষ্টায় কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয় তা পর্যালোচনা করে। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুরা যেন অংশগ্রহণ করতে পারে সে পদক্ষেপও নেয়া হয়।

কয়েক বছরের মধ্যে বাজেট প্রণয়নে শিশুদের অংশগ্রহণ আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। এটি বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণের প্রথম নজির।

উন্নয়নশীল দেশ কেনিয়ায় সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit) কার্যক্রম প্রচলিত আছে, যা সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেনিয়ার 'Ministry of Devolution and Planning' ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় ২০০৮ সালে সোশ্যাল বাজেটিং এবং সোশ্যাল ইনটেলিজেন্স রিপোর্টিং সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন প্রকাশ করে যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশিদারিত্ব বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে শিশুসহ সমাজের বঞ্চিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য সরকারের বাজেট বরাদ্দসহ গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অনেকাংশে বেড়েছে বলে ধারণা করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর শিশু বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর 'Children and the Union Budget' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এ প্রতিবেদনটিতে রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে শিশুর নিরাপত্তা, সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠা ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নেয়া সরকারি উদ্যোগের বিপরীতে বাজেট বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। এতে শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশুর বিকাশ, মেয়ে শিশুদের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বাজেট পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ও দেশের শিশুদের কল্যাণের সাথে তার সম্পৃক্ততার উদ্যোগটি সরকারের 'Ministry of Women and Children Development' এবং Center for Budget and Governance Accountability' এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। ভারতে শিশু বাজেটের ধারণাটি প্রথম প্রচলন করে 'HAQ: Center for Child Right' নামক একটি বেসরকারি সংস্থা। সংস্থাটি সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটকে বিশ্লেষণ করে তা শিশুদের চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু কার্যকর সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার এ ধারণাটিকে 'National Plan of Action for Children'-এ অন্তর্ভুক্ত করে এবং ২০০৫ সাল হতে ভারত সরকার নিয়মিত শিশু বাজেট সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।

জাতীয় বাজেটকে শিশুদের অধিকার আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম পিছিয়ে নেই। ভিয়েতনামে ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এ সমীক্ষায় জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় জাতীয় বাজেটের ভূমিকা ও ফলাফল নিয়ে পর্যাপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে জাতীয় বাজেট এবং শিশুর উন্নয়নের উপর তার প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখার নজির রয়েছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এ প্রকাশনাটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল শিশুর কল্যাণ ও উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি চিত্র প্রকাশ করা, একে ভবিষ্যতের একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু বাজেটের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে। এ উদ্যোগটির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল বিদ্যমান আইন এবং সরকারের নেয়া প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে গৃহীত শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রকাশনাটিকে

ব্যবহার করা। পাশাপাশি এ প্রকাশনার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শিশুদের কল্যাণে সরকারের বরাদ্দ দেয়া সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতেও সহায়তা করবে। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে যারা অধিকতর দরিদ্র ও অসহায়ত্বের শিকার তাদের ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগগুলো আরো বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে শিশু বাজেট প্রণয়নের যৌক্তিকতা

সরকারের রাজস্ব আহরণ, বিভিন্ন অগ্রাধিকার খাতে সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করার ক্ষেত্রে বাজেট প্রনয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এ কারণে শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং সার্বিকভাবে শিশুদের উন্নয়নের জন্য বাজেট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে বাজেটের গুরুত্ব আরো বেশি, কেননা এ দেশগুলোতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের মৌলিক অনেক চাহিদা পূরণ করা যায় না। পাশাপাশি, এসব দেশগুলোতে নিম্ন আয়ের অনেক পরিবার রয়েছে, যাদের পক্ষে পরিবারের শিশুদের পুষ্টি, শিক্ষা ও সুষমভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য নেই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর একটি সুস্থ জীবন ধারণ করা, উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং বেড়ে উঠার সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, এসব মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হলে সম্পদের প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন ব্যয়, বিশেষ করে সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণের ব্যয় শিশুদের কল্যাণকে সরাসরি প্রভাবিত করলেও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক দেশই পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিশুদের কল্যাণে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে পারছে না।

সমাজে সাম্য (Equity) প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, সুশাসন এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিশু বাজেট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ শিশু। এদের অনেকেই বিভিন্ন মাত্রায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের মত মৌলিক সামাজিক সেবা হতে বঞ্চিত অবস্থায় বেড়ে উঠছে। এমনকি কেউ কেউ তাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার আদায়ের ও সুযোগ পাচ্ছে না।

দারিদ্র্য বিমোচনের দিক থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিশুদের উন্নত ভবিষ্যত গড়ার জন্য সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে পারলে তা একদিকে যেমন সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে, অপরদিকে এটি দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করে। জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে রুগ্ন ও শিক্ষা বঞ্চিত থাকলে কোন দেশের পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নতি অর্জন সম্ভব নয়। মৌলিক সামাজিক সেবাগুলো কার্যকরভাবে না দিয়ে শিশুদের বঞ্চিত ও সামাজিক ঝুঁকির মধ্যে রেখে কোন দেশের পক্ষেই পূর্ণ সক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়ে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এজন্য আগামী দিনের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আজকের শিশুদের সকল বঞ্চনার অবসান

ঘটাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। তাই শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বাজেটে শিশুবান্ধব নীতির বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থায়ন আজ সময়ের দাবী।

শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য ব্যয় সরকারি বিনিয়োগের একটি আদর্শ ক্ষেত্র। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়নের এজেন্ডা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি পূর্বশর্ত হল শিশুদের উন্নয়ন। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিশু বাজেট-এর মাধ্যমে শিশুর কল্যাণ ও উন্নয়নে সমন্বিত বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই।

বর্তমানে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই কর্মক্ষম জনগন, যাদের বয়স ১৫ হতে ৬৪ বছরের মধ্যে। আমাদের বয়স কাঠামো (Demographic Profile) ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম অংশের অনুপাত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে ২০৪২ সাল নাগাদ। জনমিতির এই সুবিধা (Demographic Dividend) এর পূর্ণাংগ সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সার্বিক কল্যাণে বিনিয়োগের পরিমাণ এখনই বহুলাংশে বাড়াতে হবে।

সরকার সাধারণভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি সামাজিক অবকাঠামো খাতের বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করে থাকে। কিন্তু সরকারের এ ধরনের নানাবিধ কার্যক্রম রয়েছে যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নে সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত তা নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। ফলে, সরকার, সাধারণ নাগরিক বা উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়াও, নিয়মিত সঠিক তথ্য প্রকাশিত না হওয়ায় শিশুদের জন্য সরকারের ব্যয় পর্যাপ্ত বা যৌক্তিক পর্যায়ে আছে কিনা তাও পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় না। এজন্য শিশু বাজেট প্রণয়ন করা গেলে শিশুদের কল্যাণে কাজ করে এমন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সকলের জন্যই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে, যা প্রত্যক্ষভাবে দেশের শিশুদের উন্নয়ন গতিধারাকে বেগবান করবে।

শিশু সংক্রান্ত আইন, নীতি ও কনভেনশন পর্যালোচনা

শিশু বাজেট প্রণয়নের ধারণা মূলত রাষ্ট্রের সংবিধান ও সংবিধিবদ্ধ অন্যান্য আইন হতে উৎসারিত হয়। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ (Best Practices) এ ভাবনাকে প্রভাবিত করে। সরকার বিগত কয়েক বছরে শিশুদের উন্নয়নে নানা ধরনের প্রশাসনিক ও আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে: শিশু আইন, ২০১৩ এবং জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ‘কনভেনশন অন রাইটস অব চিল্ড্রেন’ অনুমোদন করেছে। সরকার ঘোষিত এসব ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য যথার্থভাবে যথাযথ খাতে সম্পদ বন্টন/বরাদ্দ করা প্রয়োজন। নিম্নে শিশুদের অধিকারে বাংলাদেশের সংবিধান, শিশু আইন, ২০১৩, জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এবং ‘কনভেনশন অন রাইটস অব চিল্ড্রেন’ - এই চারটি দলিলের সংশ্লিষ্ট ধারা/নির্দেশনা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে (*বক্স*-২)।

বক্স-২: শিশু সংক্রান্ত আইন, নীতি ও কনভেনশন পর্যালোচনা

ক। বাংলাদেশ সংবিধান

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। অনুচ্ছেদটি এ রকম:

রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এছাড়া অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ শিশুরা যেন কোন ধরনের বঞ্চনার শিকার না হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে-

নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেনা।

খ। কনভেনশন অন রাইটস অব চিল্ড্রেন

১৯৯০ সালের কনভেনশন অন রাইটস অব চিল্ড্রেন প্রনয়নের পরে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে শিশু-উন্নয়ন ও শিশু বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহের সঞ্চার হয়। বাংলাদেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। এটির অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে যেঃ

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এই কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক, আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণে অংশী দেশগুলো তাদের সামর্থের নিরিখে সর্বোচ্চ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ। শিশু আইন,২০১৩

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন, শিশু সুরক্ষা এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত বিধান সংযোজন করে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দেশের শিশুদের নিরাপত্তা কল্যাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ। এ আইনে বিশেষ দিকগুলো হলঃ

- ❖ সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ❖ জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন;
- ❖ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ, প্রত্যেক থানায় শিশু বিষয়ক ডেস্ক গঠন ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নির্ধারণ, শিশু আদালত গঠন, তদন্ত, বিচার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❖ বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন, উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- ❖ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিকল্প পরিচর্যার (alternative care) বিধান ইত্যাদি।

ঘ। জাতীয় শিশু নীতি,২০১১

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকাতা এবং জাতিসঙ্ঘের 'কনভেনশন অন রাইটস অব চিল্ড্রেন' এ বিধৃত অঙ্গিকারের আলোকে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণীত হয়েছে। এ নীতির ধারা ১৪ নিম্নরুপঃ

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুদের উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রেক্ষিতে সকল দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন ও শিশু উন্নয়নের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অন্তভুক্ত এবং জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য আনুষ্ঠানিক দলিলে শিশুদের উন্নয়নে বিশেষ গুরত্ব দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনায় শিশুর অন্তর্ভুক্তি তাদের প্রতি সরকারের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও মনোযোগের পরিচায়ক।

প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি

জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিশু বাজেটের গুরুত্ব বিবেচনায় এ বিষয়টি বিভিন্ন মহলে অংশীজনের (stakeholder) মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তবে জাতীয় বাজেটের মধ্যে শিশুদের জন্য বাজেট প্রণয়ন বিষয়ে পৃথক বা সুনির্দিষ্ট কোন প্রতিবেদন বা হিসাব প্রকাশ করা হয় না, এমনকি এর জন্য সরাসরি কোন পদ্ধতিও নেই।

শিশু বাজেট একটি সর্বমন্ত্রণালয়ব্যাপী (Cross Cutting) বিষয়-সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শিশুদের চাহিদা ও অধিকারের উপর প্রভাব ফেলে। এ কারণে শিশু বিষয়ক বাজেট বরাদ্দ হিসাব করার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে বিবেচনা করা উচিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কোন কোন খাতে শিশু বিষয়ক বরাদ্দ রয়েছে, কিভাবে সেগুলো শিশুদের কল্যাণে ভূমিকা রাখে ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য এবং অর্থপূর্ণ কাঠামো ও নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন। এটি করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করতে হবে এবং তা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় আনতে হবে। শিশু বাজেট কাঠামো ও এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। অবশ্য আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যে সকল দেশ শিশু বাজেট প্রণয়ন করছে তারা এখন পর্যন্ত শিশু বিষয়ক সমুদয় বরাদ্দকে পুরোপুরি বিবেচনায় আনতে সক্ষম হয়নি।

বর্তমান প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সামাজিক খাতভূক্ত মন্ত্রণালয়ের ঐ সকল কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা শিশুদের উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। কেননা এসকল মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের বড় একটি অংশ থেকে শিশুরা বিভিন্ন মাত্রায় উপকৃত হয়ে থাকে। ফলে শিশু-বাজেট নিয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমত ঐ সকল সামাজিক-খাতভিত্তিক মন্ত্রণালয়সমূহকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। এসকল মন্ত্রণালয়ের যে সকল কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যক্রম শিশুদের প্রয়োজনীয়তা-পূরণ, অধিকার এবং কল্যাণের জন্য সরাসরি নিয়োজিত, সেগুলোর প্রাথমিক তালিকা (পরিশিষ্ট দেখা যেতে পারে) প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

ক.	***শিশু স্বাস্থ্যে বিনিয়োগঃ***	*স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়*
খ.	***শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগঃ***	*শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়*
গ.	***শিশু সুরক্ষা, কল্যাণ ও বিকাশে বিনিয়োগঃ***	*সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়*

শিশুদের অধিকারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এমন পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও বাজেট সংক্রান্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে, এ পাঁচটি মন্ত্রণালয়কে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

এ প্রতিবেদনে শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগ সংক্রান্ত ভাগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তবে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ আরও কিছু মন্ত্রণালয়/বিভাগ শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যেগুলো এবারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া, শিশু সুরক্ষা, কল্যাণ ও বিকাশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ভাগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বিবেচনা করা হলেও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ আরও কিছু মন্ত্রণালয়/বিভাগ শিশুর কল্যাণ ও বিকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এবারের প্রতিবেদনে অন্তভুক্ত করা হয়নি। শিশু-বাজেট সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি প্রণয়নে এ সংক্রান্ত তথ্যের বিষয়ে ঐকমত্য, স্বত্ত্ব এবং শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

প্রতিবেদন প্রণয়ন ধাপসমূহ

ধাপ-১: বর্তমান শিশু-বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, দেশী-বিদেশী বেসরকারি সংস্থা (NGOs & INGOs) কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। তাছাড়া গৌণ (Secondary) উপাত্তের জন্য এ সংক্রান্ত বেশকিছু প্রতিবদন বিশ্লেষণ করা হয়েছ।

ধাপ-২: শিশু অধিকার নিয়ে সরাসরি কাজ করে এমন পাঁচটি মন্ত্রণালয়কে মোট তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে শিশুরা সরাসরি উপকৃত হয় এমন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি অর্থ বিভাগে বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য 'Integrated Budget and Accounts System (iBAS) এর ডাটাবেজ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ধাপ-৩: উক্ত পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ প্রতিবেদনে বিবেচিত শিশু চাহিদা পূরণ ও কল্যাণে নিয়োজিত পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বিশ্লেষণ

ক) শিশু স্বাস্থ্যে বিনিয়োগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সরকারের পক্ষ হতে শিশু স্বাস্থ্যে যত বিনিয়োগ হয় তার সিংহভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান মিশন হচ্ছে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা। এছাড়া, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, এবং শিশুদের পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিবেচনায় এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে এ মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক কর্মসূচি, প্রকল্প এবং কার্যক্রমকে শিশু বাজেট প্রণয়নের সময় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ পেয়ে থাকে (*সারণি-১)।*

সারণি ১: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামষ্টিক-আর্থিক পরিমিতির (Parameters) বিশ্লেষণ

বিবরণ	একক	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২
অনুন্নয়ন ব্যয়	*জাতীয় বাজেটের মোট অনুন্নয়ন বরাদ্দের %*	৩.৭৬	৪.১৫	৪.৫১	৪.১৬	৪.৪৬
উন্নয়ন ব্যয়	*জাতীয় বাজেটের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের %*	৫.৩২	৫.৬৪	৬.৬৪	৬.৭০	৭.২০
মোট ব্যয় (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	*জাতীয় বাজেটের মোট বরাদ্দের %*	৪.১৩	৪.৭৪	৫.০০	৪.৮৭	৫.১৩
মোট ব্যয় (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	*জিডিপি'র %*	০.৭১	০.৭৫	০.৭০	০.৭১	০.৭৩

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ যথাক্রমে জাতীয় মোট অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের ৩.৭৬ এবং ৫.৩২ শতাংশ। উল্লেখ্য, এ মন্ত্রণালয়ের অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় উন্নয়ন বাজেট হতে। এখাতে গত ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গড়ে জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের ৬.৫ শতাংশ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ (জিডিপি'র হিস্যা) সামান্য হ্রাস পেলেও শিশু সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয়ের বিভিন্ন কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যক্রমের তথ্য সংযোজন করা হয়েছে(পরিশিষ্ট-১)।

খ) শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগ: শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিশু শিক্ষায় সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। এছাড়া, সরকার এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। অন্যদিকে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, প্রাথমিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রকৃতপক্ষে, এ দুটি মন্ত্রণালয় শিশু শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি, প্রকল্প এবং কার্যক্রমের সিংহভাগ বাস্তবায়ন করে থাকে এবং জাতীয় বাজেটের বড় অংশ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে (*সারণি*-২)।

সারণি ২: শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামষ্টিক-আর্থিক পরিমিতির (Parameters) বিশ্লেষণ

বিবরণ	একক	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২
অনুন্নয়ন ব্যয়	*জাতীয় বাজেটের মোট অনুন্নয়ন বরাদ্দের %*	১১.২৯	১২.০৩	১৩.৩৭	১১.৭৮	১২.৭৪
উন্নয়ন ব্যয়	*জাতীয় বাজেটের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের %*	১০.৪১	১০.৮৯	১৪.২৭	১১.৯০	১১.৭৯
মোট ব্যয় (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	*জাতীয় বাজেটের মোট বরাদ্দের %*	১০.৭২	১১.৯১	১৩.৩৩	১১.৮১	১২.৫১
মোট ব্যয় (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	*জিডিপি'র %*	১.৮৪	১.৮৯	১.৮৭	১.৭৩	১.৭৮

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ যথাক্রমে জাতীয় মোট অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের ১১.২৯ এবং ১০.৪১ শতাংশ ব্যয় করা হবে মর্মে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সারণি-২ হতে আরও দেখা যায় এ দুটি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় উন্নয়ন বাজেট হতে। গত ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে গড়ে জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১২ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও উন্নয়ন খাতে পূর্বের ন্যায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সার্বিকভাবে, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ জিডিপি'র প্রায় ২ শতাংশের কাছাকাছি। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যক্রমের তালিকা পরিশিষ্ট-২(ক) এবং ২(খ) তে সংযোজন করা হয়েছে ।

গ) শিশু সুরক্ষা, কল্যাণ ও বিকাশে বিনিয়োগঃ সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশু সুরক্ষা, কল্যাণ ও বিকাশে কয়েকটি মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রমের বড় অংশ বাস্তবায়ন করে থাকে। এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের অবহেলিত অংশ বিশেষ করে বৃদ্ধ, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিপদাপন্ন নারী ও শিশুদের প্রয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে থাকে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় এতিম, দুস্থ, অসহায় শিশুদের প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন এবং ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী উন্নয়ন, প্রবেশন ও অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে, শিশু সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের। সার্বিকভাবে নারী ও শিশুদের কল্যাণ, আইনগত এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক কর্মসূচি, প্রকল্প এবং কার্যক্রমকে শিশু বাজেট প্রণয়নের সময় বিবেচনা করা হয়েছে। সারণি-৩ হতে দেখা যায় যে, জাতীয় বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ এ দুটি মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ হয়ে থাকে।

সারণি ৩: সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামষ্টিক-আর্থিক পরিমিতির (Parameters) বিশ্লেষণ

বিবরণ	একক	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২
অনুন্নয়ন ব্যয়	*জাতীয় বাজেটের মোট অনুন্নয়ন বরাদ্দের %*	২.৩১	২.৪৯	২.৩৬	২.২৫	২.৪৫
উন্নয়ন ব্যয়	*জাতীয় বাজেটের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের %*	০.৩৯	০.২৮	০.৬৪	০.৯১	০.৬৬
মোট ব্যয় (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	*জাতীয় বাজেটের মোট বরাদ্দের %*	১.৬৭	১.৮০	১.৮৪	১.৮৭	২.০১
মোট ব্যয় (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	*জিডিপি'র %*	০.২৮	০.২৭	০.২৬	০.২৮	০.২৭

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য শিশু সুরক্ষা, কল্যাণ ও বিকাশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়ে অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ যথাক্রমে জাতীয় মোট অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের ২.৩১ এবং ০.৩৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ২টি মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কার্যক্রমই বাস্তবায়িত হয় অনুন্নয়ন বাজেট হতে। গত ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ দুটি মন্ত্রণালয়ে অনুন্নয়ন খাতে গড়ে জাতীয় অনুন্নয়নের বাজেটের ২.৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে গত অর্থবছরের তুলনায় সামাজিক সুরক্ষা এবং শিশু কল্যাণে বিনিয়োগের পরিমাণ (জিডিপি'র হিস্যা) সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আশাব্যাঞ্জক। তবে, এ কথা মনে রাখা দরকার যে,

সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেই মন্ত্রণালয়ের শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের কর্মকৃতি (Performance) কাংক্ষিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক হবে তেমনটি নয়। শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহকে বেগবান করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, প্রকল্প এবং কার্যক্রমের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যক্রমের তালিকা সংযোজন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৩(ক) এবং ৩(খ))।

উপসংহার এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

আলোচ্য প্রতিবেদনে কোন ধরণের শিশু বাজেট কাঠামো'(Child Budget Framework-CBF) অথবা কোন নীতিমালা (Guideline) উপস্থাপন করা হয়নি। মূলত পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের শিশু সম্পর্কিত বরাদ্দ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশু বাজেটের আইনগত ভিত্তি, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সরাসরি শিশুদের উন্নয়নে প্রভাব রাখে এ ধরনের সরকারি ব্যয়কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে । এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায়, আগামী বছরগুলোতে শিশু বাজেট কাঠামো এবং এ সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশিকা (Guideline) প্রস্তুত এবং একই সাথে শিশু বাজেটকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত করার প্রয়াস নেয়া হবে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে শিশু বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জাতীয় বাজেটে শিশু উন্নয়নের হিস্যা নির্ধারণ। এ উদ্যোগের ফলে বাজেটে শিশুদের বিকাশ, উন্নয়ন ও ভবিষৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বরাদ্দের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শিশু বাজেটের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হলে প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম প্রণয়নের সময়েই শিশু কেন্দ্রিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সে বিষয়গুলোর উপরও সামনের দিনগলোতে জোর দেয়া হবে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে বিবেচনায় আনতে হবে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- *যেহেতু শিশু কল্যাণ ও উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর জড়িত, তাই কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ বিষয়ে কি কাজ করছে তা বের করা দুরূহ। বাজেটের বিদ্যমান শ্রেণি বিন্যাস ব্যবস্থা থেকেও শিশুদের জন্য বরাদ্দ চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য;*

- *কিছু কিছু কার্যক্রম, যেমন বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য প্রদত্ত বরাদ্দকে সহজেই শিশু বিষয়ক ব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ আলাদা করা বেশ কঠিন। যেমন, শিশুদের বাড়ি ও স্কুল যুক্ত করার জন্য একটি গ্রাম্য রাস্তা নির্মিত হলে সে ব্যয়ের কতটুকু শিশুদের জন্য হল তা নির্ধারণ করা কঠিন। গতানুগতিক হিসাবে শিশু বাজেটে মাত্র প্রথম ধরনের (প্রত্যক্ষ ব্যয়) ব্যয়ই বিবেচনা করা হয়, পরোক্ষ ব্যয়ের হিসাব করা কঠিন;*

- *সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণ শিশু সংক্রান্ত বাজেটকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ করার ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে;*

- *শিশু বাজেটের প্রচার-প্রসারতা অতীব জরুরি। শিশু বাজেট যথাযথভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রচারের কাজটি নানাভাবে করতে হবে। একটি সফল শিশু বাজেটের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে সঠিক প্রচারণা নীতি; এবং*

- *রাষ্ট্রের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা শিশু বাজেট প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনীতিতে যে কোন ধরনের আঘাতের নেতিবাচক প্রভাব প্রথমেই পড়ে সামাজিক খাতের উপর, যা কার্যত শিশুদের স্বার্থের বিপক্ষে যায়। সুতরাং শিশুদের জন্য বরাদ্দের বিষয়ে এক ধরণের নিয়মনীতি ও মানদন্ড থাকা অত্যন্ত জরুরি।*

জাতীয় বাজেট হচ্ছে একটি দেশের অর্থনীতির রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক এবং অর্থনৈতিক হাতিয়ার। শিশু বাজেট তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি কার্যকর শিশু সংক্রান্ত বাজেট আন্তরিকতার সাথে প্রণয়ন করা গেলে সামগ্রিক বাজেটের গণমুখিতা যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি শিশুদের প্রভূত উন্নয়নে নতুন সুযোগও তৈরী হবে। তৈরী হবে শিশুর প্রকৃত বিকাশ ও উন্মোচিত হবে উন্নয়নের নব দিগন্ত।

পরিশিষ্ট-১

শিশুদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় এমন কার্যক্রম ও বাজেট বরাদ্দের বিবরণী ২০১৫-১৬

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম			
গ্লোবাল এলায়েন্স অন ভ্যাকসিন্স এন্ড ইমিউনাইজেশন (জেএডিআই) কার্যক্রমে টিকা ও ঔষধ সরবরাহ ব্যয়	২০,০০,০০	২০,০০,০০	২০,০০,০০
চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল-কে প্রদত্ত অনুদান	২,০০,০০	১,৫০,০০	১,০০,০০
ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা-কে প্রদত্ত অনুদান	১৬,০০,০০	১৪,০০,০০	১৪,০০,০০
বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান-কে প্রদত্ত অনুদান	২০,০০	২০,০০	২০,০০
বি.এ.ভি.এস. মিরপুর, ঢাকা-কে প্রদত্ত অনুদান	৫০,০০	৪০,০০	৪০,০০
টিএন মাদার চাইল্ড হাসপাতাল-কে প্রদত্ত অনুদান	১,০০,০০	১,০০,০০	১,০০,০০
আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র-কে প্রদত্ত অনুদান	১০,০০,০০	৭,৫০,০০	৭,৫০,০০
শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-কে প্রদত্ত অনুদান	৬০,০০	৩০,০০	৩০,০০
খুলনা শিশু হাসপাতাল, খুলনা-কে প্রদত্ত অনুদান	১,০০,০০	৫৫,০০	৫৫,০০
ডা: জাহেদ শিশু হাসপাতাল, ফরিদপুর-কে প্রদত্ত অনুদান	২৫,০০	২৫,০০	২৫,০০
সোসাইটি ফর এসিসট্যাল টু হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড চিলড্রেন (সাহিক) -কে প্রদত্ত অনুদান	১,২৫,০০	১,২০,০০	১,২০,০০
বাংলাদেশ থ্যালাসমিয়া হাসপাতাল, ঢাকা-কে প্রদত্ত অনুদান	৬০,০০	৫০,০০	৫০,০০
ওজিএসবি হাসপাতাল ও ইনষ্টিটিউট অব রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড চাইল্ড, মিরপুর, ঢাকা-কে প্রদত্ত অনুদান	১,০০,০০	১,০০,০০	১,০০,০০
বাংলাদেশ ব্রেষ্টফিডিং ফাউন্ডেশন, ঢাকা-কে প্রদত্ত অনুদান	১,০০,০০	১,০০,০০	১,০০,০০
শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট-কে প্রদত্ত অনুদান	১৬,০০,০০	১৪,৫০,০০	১৪,৫০,০০
সিলেট রেড ক্রিসেন্ট মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র-কে প্রদত্ত অনুদান	৫০,০০	৫০,০০	৫০,০০
সামছউদ্দীন-নাহার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র-কে প্রদত্ত অনুদান	৫০,০০	৩৫,০০	৩৫,০০
ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল-কে প্রদত্ত অনুদান	১,৫০,০০	১,৩০,০০	১,৩০,০০
খাবার স্যালাইন উৎপাদন ও সরবরাহ প্রতিষ্ঠান-এর ব্যয়	১০,০৭,৬৭	৯,৩৩,০৫	৯,৩৮,৯৫
বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের ব্যয়	৪,০৯,০৯	৩,৯৫,৮৫	৪,১১,৩৯
মতিঝিল মাতৃসদন কেন্দ্র এর ব্যয়	১২,০০	১০,০০	১০,০০
মডেল ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিক সেন্টার এর ব্যয়	৫,১৫,০০	৪,৭৪,৮৪	৫,৫৫,০১
কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ভাতা	২৮,৫৩,৪৭	২৮,৩৮,৭৭	২৫,১৬,৮০
উপমোট:	**১২১,৮৭,২৩**	**১১২,৫৭,৫১**	**১০৯,৮৭,১৫**

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ			
সাসটেইনিং ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স নেটওয়ার্ক এন্ড রেসপনস টু সিজনাল এন্ড পেনডেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	১০,০০	০	২,০০,০০
সাসটেনিং ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স নেটওয়ার্ক এন্ড রেসপনস টু সিজনাল এন্ড পেনডেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	০	৩,০০,০০	০
ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ প্রকল্প	০	১,০০	৪০,০০
এস্টাবলিস্টমেন্ট অব ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিসঅর্ডার এন্ড অটিসম ইন বিএসএমএমইউ প্রকল্প	১০,০০,০০	২,০০,০০	০
ম্যাটারনাল, নিউনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ প্রকল্প	৬৪০,০০,০০	৭২৫,৬০,০০	৫৮৫,০০,০০
কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার প্রকল্প	৪৭৫,০০,০০	২৮৫,০০,০০	৩৪৫,০০,০০
ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এন.এন.এস) প্রকল্প	৭৮,০০,০০	১১০,৩৯,০০	৮৭,০০,০০
ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিসেজ রিসার্চ এন্ড হসপিটাল স্থাপন প্রকল্প	৩৫,০০,০০	২৫,০০,০০	১০,০০,০০
ম্যাটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ প্রকল্প	১৫৭,০০,০০	১৪৫,০০,০০	১৪২,০০,০০
উপমোট:	**১৩৯৫,১০,০০**	**১২৯৬,০০,০০**	**১১৭১,৪০,০০**
মোট-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়:	**১৫১৬,৯৭,২৩**	**১৪০৮,৫৭,৫১**	**১২৮১,২৭,১৫**

পরিশিষ্ট-২(ক)

শিশুদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় এমন কার্যক্রম ও বাজেট বরাদ্দের বিবরণী ২০১৫-১৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম			
সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রমের ব্যয়	৩,৫০,০০	৩,২৫,০০	৩,০০,০০
বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ড (বিনা মূল্যে বই সরবরাহের জন্য)	৪৪৭,০০,০০	৪৪৩,০০,০০	৪১৬,০০,০০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি	২,০০,০০	২,০০,০০	২,০০,০০
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র-কে প্রদত্ত অনুদান	৯৫,০০	৯০,০০	৮৬,০০
বাংলাদেশ স্কাউটস-কে প্রদত্ত অনুদান	৭০,০০	৭০,০০	৭০,০০
গার্লস গাইড এসোসিয়েশন-কে প্রদত্ত অনুদান	৯০,০০	৯০,০০	৯০,০০
শিক্ষা সপ্তাহ বাস্তবায়ন ব্যয়	৫,৫০,০০	৩৬,০০	৩৭,০০
অষ্টম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষার ব্যয়	৫৫,০০,০০	৫৫,০০,০০	৫৫,০০,০০
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৩৯১,০২,৬৪	৩৫৩,৭১,৫০	৩৬৭,৮১,৯২
সরকারি মাদ্রাসাসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৬,৮৬,৯৯	৫,৮০,৫৯	৬,৪৭,৬০
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৩৬৫৪,৭৩,১৪	৩৪৪৫,০৪,৪৯	৩৩৯১,৪০,২১
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ (ভোকেশনাল)-এর ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১২২,৭৮,৬৩	১১৪,০০,৭৭	১১৪,০০,৭৭
বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	২২০৪,৪২,৪৮	২০৭৬,২৮,৫৮	২০৫১,৯০,০৭
বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহ (ভোকেশনাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট)-এর ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৩,০৪,৪৯	২,৭১,৮১	২,৭১,৮১
এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১৬,৪২,৫০	১৫,৪০,৭৪	১৪,৪১,০৯
বেসরকারি বৌদ্ধ এবং সংস্কৃত টোল সমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১৫,৬০	১৫,৬০	১৫,৬০
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ সমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৬৩,৪৫,০৯	৫৩,৯৯,৭৫	৫৬,০৫,৮১
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	২৯০,৬৭,০০	৩০৪,৯১,৪৪	২৭১,০০,০০
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৫,১৯,৮০	৫,০৪,০০	৪,২৫,৭০
কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ভাতা	৭,৬৯,৯৪	৭,১৯,৪৩	৭,৩৩,৬৮
উপমোট:	**৭২৮২,০৩,৩০**	**৬৮৯০,৩৯,৭০**	**৬৭৬৬,৩৭,২৬**
রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ			
সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ কর্মসূচি	০	১,৮৩,০০	২,৩০,০০
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে ১০ তলা ভিতের উপর ৩ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কর্মসূচি	০	২,৩০,৫০	২,৩০,৫০
সিলেট জেলার ৩টি স্কুল এবং সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের উন্নয়ন কর্মসূচি	৪,৪৬,৭৯	৩,২৫,০০	৫,০০,০০
ঢাকা মহানগরীর মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের বিদ্যমান ৬	২,০০,০০	৫০,০০	০

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
তলা ভবনের উপরে ৭ তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ এবং মেরামত ও সংস্কার কর্মসূচি			
সুনামগঞ্জ জেলার ডুংরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন কাম অডিটরিয়াম নির্মাণ কর্মসূচি	৪,০০,০০	২০,০০	০
দিনাজপুর জেলাধীন পার্বত্যপুর উপজেলার নুরুল হুদা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচি	২,২৪,৮৬	৫০,০০	০
যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলাধীন মশ্বিমনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫ তলা ভীত বিশিষ্ট ৫ তলা একাডেমিক ভবন ও বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৪,৬০,০০	৪০,০০	০
নরসিংদী জেলাধীন মনোহরদী উপজেলার লেবুতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচি	২,৫০,০০	২০,০০	০
ছায়ানটের সংস্কৃতি-সমন্বিত সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম নালন্দা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কর্মসূচি	৬,০০,০০	২৫,০০	০
উপমোট:	**২৫,৮১,৬৫**	**৯,৪৩,৫০**	**৯,৬০,৫০**
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ			
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্প	১৭৩,০০,০০	১২২,২৭,০০	১১৩,০০,০০
এস্টাবলিষ্টমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ প্রকল্প	৪,১৫,০০	৪,০০,০০	৪,০০,০০
সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প	২০,০০,০০	১৯,৫০,০০	৩২,৮০,০০
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	৩০১,৮৫,০০	১৫৯,৩৬,০০	৩৯৬,০০,০০
ঢাকার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আইটি ল্যাব স্থাপন প্রকল্প	০	১৪,৩৬,০০	১২,০৩,০০
অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন প্রকল্প	১৫,০০,০০	৩,০০,০০	২০,০০,০০
সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড (এস.ই.এস.পি) প্রকল্প	০	১,০০,০০	১,০০,০০
জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্প	৫,০০,০০	১,০৫,০০	০
উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প	১০৮,০০,০০	১৫০,৮১,০০	০
মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৭০,৪১,০০	২১৮,৫৮,০০	০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আই.সি.টি. শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প	০	৩৭,৫৭,০০	১,০০,০০
সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস ইনহ্যান্সমেন্ট (এস.ই.এ.কিউ.ই.পি) প্রকল্প	৪৯০,০০,০০	৪৪৩,৫৬,০০	৪৪০,২৪,০০
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প	০	১,০০,০০	১,০০,০০
সরকারি বিদ্যালয় বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর প্রকল্প	১১৬,০০,০০	১২৮,৫০,০০	১১৮,০০,০০
১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন প্রকল্প	১৪৯,৫৭,০০	২,৭৫,০০	৬৫,০০,০০
নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৪০,০০,০০	২৮৯,০০,০০	১৮৮,০০,০০
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউস এবং কালিয়াকৈরের বাড়ৈপাড়াস্থ গার্ল গাইডস ক্যাম্পের উন্নয়ন প্রকল্প	৭,০০,০০	৯,৫০,০০	১৪,১২,০০

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪১১,০০,০০	৫৬৬,৮৬,০০	৪০০,০০,০০
এ্যানহ্যানসমেন্ট অফ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদ্রাসা ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	৭৫,৮০,০০	২৬,০০,০০	৬০,২৪,০০
এস্টাবলিশমেন্ট অব উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইসিআরসিই) ব্যানবেইজ, (এমওইডিইউ) স্থাপন প্রকল্প	৫২,১৯,০০	৯০,০০,০০	৯০,০০,০০
উপমোট:	**২৩৩৮,৯৭,০০**	**২২৮৮,৬৭,০০**	**১৯৫৬,৪৩,০০**
মোট-শিক্ষা মন্ত্রণালয়:	**৯৬৪৬,৮১,৯৫**	**৯১৮৮,৫০,২০**	**৮৭৩২,৪০,৭৬**

পরিশিষ্ট-২(খ)

শিশুদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় এমন কার্যক্রম ও বাজেট বরাদ্দের বিবরণী ২০১৫-১৬

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম			
সচিবালয়	৯,৩৫,৫৯	৭,৪৬,৯৮	৮,০৪,৩৫
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট	২,৭০,০০	২,৬২,০৭	২,৭১,৯৭
শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন ব্যয়	২৫,০০	২৩,০০	২৩,০০
স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রীর মূল্য	৩০,৬৩,৭৫	৩৮,১৮,৮৯	৩১,৯২,৭০
কমিউনিটি স্কুলসমূহকে অনুদান	৯,৩৭,০০	২০,৫৪,৫০	৮,০৪,৫০
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি-কে অনুদান	৩,৩৯,৯০	২,৯৭,৮৯	৩,০৮,৯৫
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৫২২,৫৪,৪৯	৪৫২,০৯,৬০	৫১৯,১৪,৮৫
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৬১৫০,০০,০০	৫৯৪৪,৬৭,৩৯	৫৫৮৩,১৫,৯০
প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৪১,১৯,৫৮	৩৯,২৭,৪২	৩৭,২১,৬৩
উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১৩৯,৫৫,২০	১৩২,৮৫,৭৬	১২০,৬৯,০০
কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ভাতা	৫৬,৩৯,০৪	৫৪,৩৮,৪১	৪৬,০৬,০০
উপমোট:	**৬৯৬৫,৩৯,৫৫**	**৬৬৯৫,৩১,৯১**	**৬৩৬০,৩২,৮৫**
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ			
নতুন প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ (প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি ৩য় পর্যায়ের জন্য)	৪১৬,০০,০০	০	১৭২,৯২,০০
ইংলিশ ইন এ্যাকশন প্রকল্প	১৮,৭৬,০০	১৮,৭২,০০	১৮,৭২,০০
রিচিং আউট-অব্-স্কুল চিলড্রেন, রস্ক প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৭০,০০,০০০	১৬৫,৫৩,০০	২২৪,০০,০০
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার (২য় পর্যায়) প্রকল্প	২০০,৪৫,০০	৫৫,০০,০০	৭৭,১৪,০০
ই.সি. এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	১৭,৮৬,০০	৩৬,০০,০০	২১,০২,০০
বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প	২০০,০০,০০	১৫০,০০,০০	২৫০,০০,০০
দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	৫৬০,০০,০০	৪১৮,৮০,০০	৩৫৯,৯২,০০
১২ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (পিটিআই) স্থাপন প্রকল্প	৪০,০০,০০	৪৫,০০,০০	৭৫,০০,০০
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প	৫২,৩৩,০০	৯৪,০০,০০	১৩৬,৩৭,০০
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (২য় পর্যায়) প্রকল্প	০	৯৪০,০০,০০	৯৭০,০০,০০
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩	৩৭৪০,০০,০০	২৪০৪,৩৭,০০	৩৪০০,০০,০০
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	১,৩০,০০	২,৯৪,০০	৩,০০,০০
শহরের কর্মজীবি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	০	১,০৮,০০	০
উপমোট:	**৬৯৪৬,৭০,০০**	**৪৩৩১,৪৪,০০**	**৫৭০৮,০৯,০০**
মোট-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়:	**১৩৯১২,০৯,৫৫**	**১১০২৬,৭৫,৯১**	**১২০৬৮,৪১,৮৫**

পরিশিষ্ট-৩(ক)

শিশুদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় এমন কার্যক্রম ও বাজেট বরাদ্দের বিবরণী ২০১৫-১৬

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম			
সরকারি শিশু পরিবার (৮৫টি)-এর ব্যয়	৯০,২৮,০০	৮২,৪৫,০০	৭৯,৬০,০০
ছোটমনি নিবাস (৬টি)-এর ব্যয়	৫,৭৫,০০	৫,২৫,০০	৪,৯৯,০০
দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র (১টি)-এর ব্যয়	৪৩,০০	৩৯,০০	৩৯,০০
দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (৩টি)-এর ব্যয়	৩,১২,০০	২,৮৫,০০	৩,০৬,০০
হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের জন্য প্রদত্ত শিক্ষা উপবৃত্তি	১,০৫,০০	৪৮,০০	৪৮,০০
দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের জন্য প্রদত্ত শিক্ষা উপবৃত্তি	২,৬৫,০০	১,৭৮,০০	১,৭৮,০০
এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৬টি)-এর ব্যয়	৬,২৫,০০	৩,২৫,০০	৫,০৭,০০
শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৪টি)-এর ব্যয়	৪,১৯,০০	৩,৮২,০০	৩,৭৯,০০
সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১টি)-এর ব্যয়	৫৮,০০	৫৩,০০	৬৭,০০
সরকারি বাক শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (৩টি)-এর ব্যয়	১,৪৮,০০	১,৩৫,০০	১,২৮,০০
মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান (১টি)-এর ব্যয়	৮২,০০	৭৫,০০	৭০,০০
সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম (৬৪টি)-এর ব্যয়	৯,০৩,০০	৮,২৫,০০	৯,৩৭,০০
বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সহায়তা	১৫,০০,০০	৯,৫০,০০	৯,০০,০০
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	৪১,৮৮,০০	২৫,৫৬,০০	২৫,৫৬,০০
কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র (৩টি)-এর ব্যয়	৪,২৪,০০	৩,৮৮,০০	৩,৫৫,০০
মহিলা ও শিশু কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন (সেফ হোম) (৬টি)-এর ব্যয়	৪,০৮,০০	৩,৭২,০০	৪,২৯,০০
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-কে প্রদত্ত অনুদান	১৩,৮৮,৫০	১২,৩১,১৮	১১,৮১,১৮
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট-কে প্রদত্ত অনুদান	১০,০০,০০	২০,০০,০০	২০,০০,০০
বেসরকারি এতিমখানাসমূহকে প্রদত্ত অনুদান	৭৯,২০,০০	৭৫,৬০,০০	৭৪,৪০,০০
প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র-কে প্রদত্ত অনুদান	১৮,০০,০০	১৩,০০,০০	১৩,০০,০০
প্রতিবন্ধীতা সনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম ব্যয়	২,৫০,০০	৫,০০,০০	৫,০০,০০
কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ভাতা	২,০৪,৪২	১,৯৬,৭৭	২,০৮,২৫
উপমোট:	**৩১৬,৪৫,৯২**	**২৮১,৬৮,৯৫**	**২৭৯,৮৭,৪৩**
রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ			
ডেভেলপমেন্ট অব ককলিয়ার ইমপ্লান্ট প্রোগ্রাম ইন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষক কর্মসূচি	৪,৭৭,৬২	৪,৮৩,০২	৪,৮৩,০২
উপমোট:	**৪,৭৭,৬২**	**৪,৮৩,০২**	**৪,৮৩,০২**

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ			
জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	১৩,৫৮,০০	৬,৪২,০০	১২,৩৯,০০
প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটি টু দ্যা ডিজএবল্ড পারসন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	৩৭,৪২,০০	২৭,২০,০০	২৭,২০,০০
চাইল্ড সেনসেটিভ সোসাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প	২০,১০,০০	১৮,০৮,০০	২৩,৯৭,০০
ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য সেবা প্রদান কার্যক্রম প্রকল্প	২৭,৭০,০০	১৩,৩৭,০০	২৯,০১,০০
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (৩৭ ইউনিট) প্রকল্প	২০,২৮,০০	১২,০০,০০	১৮,৫৪,০০
কন্সট্রাকশন অব হোস্টেল ফর দি সরকারি শিশু পরিবার (৮ ইউনিট) প্রকল্প	২৫,০০,০০	২,৩৩,০০	২৫,০০,০০
এস্টাবলিস্টমেন্ট অব মাল্টি পারপাস রিহেবিলিটেশন সেন্টার ফর ডেসটিটিউট এইজড এন্ড পিউপিল এন্ড সোসালি ডিজএ্যাবল্ড এডোলেসেন্ট গার্লস	০.০০	৫৪,০০	৮৬,০০
উপমোট:	**১৪৪,০৮,০০**	**৭৯,৯৪,০০**	**১৩৬,৯৭,০০**
মোট-সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়:	**৪৬৫,৩১,৫৪**	**৩৬৬,৪৫,৯৭**	**৪২১,৬৭,৪৫**

পরিশিষ্ট-৩(খ)

শিশুদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় এমন কার্যক্রম ও বাজেট বরাদ্দের বিবরণী ২০১৫-১৬

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম			
বাংলাদেশ শিশু একাডেমিকে প্রদত্ত অনুদান	১৯,২৭,৯৪	১৭,২৫,৬১	১৮,৫৩,৬১
শিশু পুরস্কার বাস্তবায়ন ব্যয়	১,২৫,০০	১,১৩,০০	১,১৩,০০
কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল	৭৬,৩১,৩০	৬৪,৮৩,০০	৬৪,৮৩,০০
নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল	০	৫,০০,০০	৫,০০,০০
শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালন ব্যয়	৪,৫০,০০	৪,০০,০০	৪,০০,০০
জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন ব্যয়	৯৫,০০	৮৫,০০	৮৫,০০
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা	১৬৯,৪০,০০	১৪২,৬২,৬০	১৪২,৬২,৬০
কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ভাতা	৭৭,২০	৭২,০০	৭২,০০
উপমোট:	**২৭২,৪৬,৪৪**	**২৩৬,৪১,২১**	**২৩৭,৬৯,২১**
রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ			
দারিদ্র্য বিমোচনে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্ত মা'দের জন্য স্বপ্ন প্যাকেজ শীর্ষক কর্মসূচি	২,৬৬,০০	২,৮৪,০০	২,৮৪,০০
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি লাইব্রেরী শক্তিশালীকরণের জন্য অটোমেশন ডিজিটাইজেশন (কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ৬৪ জেলা)	২,৪৬,৩৫	১,৭৬,৫৫	০
বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জাদুঘর সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ কর্মসূচি	১,৮৮,৫০	৩,৬৬,২৫	০
শিশু-বিশ্বকোষ সংস্করণ, অভিধান, চিরায়ত সাহিত্য ও ঐতিহ্য পরিচিতিমূলক গ্রন্থ প্রকাশ	৩,৫১,২৮	১,৭৯,২৬	০
শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	৫,৯০,৪৩	২,৫৮,০০	০
গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার	১,৮৪,৭৭	১,৫০,৩৩	০
গাজীপুর জেলার জন্য বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি	১,৭০,০০	৮৩,৬০	০
হরিজন শ্রেণীর মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	১,৩৫,৭৮	৩৩,২৪	০
উপমোট:	**২১,৩৩,১১**	**১৫,৩১,২৩**	**২,৮৪,০০**
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ			
বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	১২,০০,০০	৫,৪৫,০০	১৮,০০,০০
নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মেয়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচি	৩,৩১,০০	৩,১৬,০০	২,০০,০০
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন প্রকল্প	২,৯৬,০০	৪,০০,০০	৪,০০,০০
উপমোট:	**১৮,২৭,০০**	**১২,৬১,০০**	**২৪,০০,০০**
মোট- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়:	**৩১২,০৬,৫৫**	**২৬৪,৩৩,৪৪**	**২৬৪,৫৩,২১**